আজকের কাগজ

তারিখ 10 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

একান্ত সাক্ষাতকারে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শহীদ উদ্দিন আহমেদ

ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের মতো সরাসরি রাজনীতি করুক এটা আমি চাই না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোরোন্মুখ পরিস্থিতিতে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। গতকাল আজকের কাগজের পক্ষ থেকে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে তার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হয়। আলাপচারিতায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের মতো সরাসরি রাজনীতি করুক এটা আমি চাই না। আমি চাই, তারা এখানকার সংসদভিত্তিক রাজনীতি করুক। ছাত্রদের প্রথম কাজ লেখাপড়া করা, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার চেষ্টা করা, আচার ব্যবহার শেখা।' আজ সাক্ষাতকারটির উল্লেখযোগ্য অংশ প্রকাশ করা হলো। সাক্ষাতকারের বিস্তারিত প্রকাশিত হবে আগামী সোমবার ১৬ সেপ্টেম্বর ৫—এর পাতায়। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রুহুল মতিন।

দীর্ঘ ১৭ দিন পর গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে। ছাত্রলীগের একের পর এক হল দখল, ছাত্রদল-পুলিশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর গত ২৪ আগস্ট ভিসি এমাজ উদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেন। ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। ৩১ আগস্ট প্রো-ভিসি অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর বিবদমান ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা), মধ্যকার জমাট বাধা বরফ গলতে শুরু করে। সাক্ষাতকারে ভিসি অধ্যাপক আহমেদ বলেন, ছাত্রদের সংসদভিত্তিক সাংগঠনিক ক্ষমতাকে আমি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি প্রথমে তাদের মেধা, একই সঙ্গে তাদের সংগঠিত করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করি। শিক্ষক রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলে -এ ব্যাপারে উপাচার্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের ডেকে এনে রাজনীতি করতে বলেন না। তবে রাজনীতিবিদরা ছাত্র শিক্ষক উভয় গ্রুপকে তাদের পক্ষে রাজনীতি করার জন্যে প্রভাবিত করে থাকেন। এভাবে দু'গ্রুপ যখন একই রাজনীতিতে যুক্ত হয় তখন যোগসূত্র গড়ে ওঠে। সরাসরি শিক্ষকরা ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে আনেন না। তিনি জানান, সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলে জড়িত ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা দশ পয়েন্ট হবে কি না আমার সন্দেহ। তবে যারা শিক্ষা কার্যক্রমকে বাদ দিয়ে শুধু রাজনীতি করতে চায় তাদের ব্যাপারটি আলোচিত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের বাইরে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যাওয়া উচিত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন- এটা চিন্ত ভাবনা করবেন রাজনীতিবিদরা-এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে শিক্ষকরা পরামর্শ দিতে পারেন।

সিনেট যদি আপনাকে থাকতে বলে আপনি রাজি হবেন কি না জানতে চাইলে তিনি জানান, ভিসি মনোনয়ন একটি প্যানেলের ব্যাপার। প্যানেলে আসতে যদি সিনেট আমাকে বলে তবে সেটা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর দেখা যাবে। প্যানেলে আসলেই যে উপাচার্য হওয়া যাবে তা ঠিক নয়। কারণ এটি নির্ভর করে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আধুনিকীকরণের ব্যাপারে তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো সন্ত্রাস নির্মূলে সহযোগিতা করলে এবং সন্ত্রাস নির্মূল হলে একই সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রমকে যদি এগিয়ে নিতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আধুনিকীকরণের চিন্তা ভালোভাবে করা যাবে।

তবে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের চিন্তা যে করা হচ্ছে না তা নয়। আমরা সমন্বিত কোর্স চালু করেছি। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে আমরা সহায়তা নিচ্ছি। তিনি তার সাক্ষাতকারে বলেন, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্পূর্ণ সাক্ষাতকার আগামী সোমবার ৫-এর পাতায়।